জীবন ও জীবিকা
যুথিকা বড়ুয়া

প্রত্যেক বছর ডিসেম্বর মাস এলেই নতুন উদ্যম ও উদ্দীপণায় মন-প্রাণ উতলা হয়ে ওঠে। দৈনন্দিন জীবনের আনুষঙ্গীক দূরবস্থা এবং প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করেই শুধু ইচ্ছে হয়, মনের মাধুরী মিশিয়ে জীবননদীর জোয়ারে খুশীর পাল তুলে নিশ্চিন্তে ভেসে বেড়াতে। কারণ, ডিসেম্বর মানেই তো খ্রীষ্টমাস, বড়দিন! সেই সঙ্গে বয়ে নিয়ে আসে নতুন বছরের আগমন বার্তা! যেদিকে তাকাই সর্বত্রই বৈচিত্র্যের সমাহারে এক আনন্দময় অভিনবত্বের পসরায় নায়গ্রার উচ্ছাসিত জলপ্রপাতের মতো উত্তাল তরঙ্গে অবিশ্রান্ত বইছে, সুবর্ণ আলোকের ঝর্ণাধারা। চারিদিকে কোলাহল মুখরিত নানান জাতি ও বর্ণের শিশু-কিশোর, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী অগণিত মানুষের ভীড়। গুঞ্জরণ, হাসি-কলোতান। প্রত্যেকেই নতুন প্রত্যয় নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে মেতে উঠেছে আনন্দে। কেউ কেউ সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধের সৌজন্যে কুশল ও শুভেচ্ছা বিনিময়ে মর্শগুল হয়ে আছে।

স্কারবোরো টাউন সেন্টারের শপিং-মলের ত্রিভূজের মতো আকাশ ছোঁয়া খ্রীষ্টমাস-ট্রীর চারিধারে ঝিকিমিকি আলোয় ডেকরেটেড্ প্রাসাদগুলি দেখে মনে হচ্ছিল, যেন দেবলোকের স্বর্গোদ্যানেই পৌঁছে গিয়েছি! সে এক বর্ণনাতীত বিমুগ্ধ ভালোলাগার মধুর আবেশ ছড়িয়ে আছে চারিদিকে! শত সহস্র ভক্তদের মাঝে মঙ্গলবার্তা প্রদানকারী দেবদূত, হোঃ হোঃ শব্দের উল্লাস ধ্বনীতে আবিষ্ট করে রেখেছে, বাচ্চা-বুড়ো-জোয়ান প্রতিটি মানুষকে! সশ্রদ্ধায় সবাই প্রচন্ড আগ্রহে ধর্ণা দিয়ে আছে, মর্তে নেমে আসা দেবদূতের আর্শীবাদ প্রাপ্তীর আশায়। ইতিমধ্যে হঠাৎ সুমিষ্টি কোমল স্বরে আধো আধো বাংলা শুনে থমকে দাঁড়াই। পিছন ফিরে চেয়ে দেখি, বছর তিনেকের একটি ছোট্ট শিশুকন্যা আঙ্গুল তুলে বলছে,-'তূলোর মতো জামা পড়েছে, ও কে মা? ও কি সত্যি সত্যি একটা মানুষ?'

মায়ের ছোট্ট উত্তর,-'হ্যাঁ, ও শান্তা-ক্লজ!' বলে শপিং-মলের আভ্যন্তরীণ রূপবৈচিত্র্যের মনোরম সৌন্দর্য্য উপভোগে অভিভূত মা নিজেই উন্মুক্ত অন্তর মেলে বিমুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে! কিন্তু তার অবোধ শিশু সম্ভবতঃ এ ধরণের বিচিত্র মানুষ সে আগে কোনদিন দেখেনি। আর দেখলেও মনে রাখার কথা নয়! মায়ের অলক্ষ্যে প্রচন্ড উৎসুক্য নিয়ে জিজ্ঞাস্য দৃষ্টিতে অপলকে চেয়ে থাকে! তার পরক্ষণেই উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় ওর একের পর এক প্রশ্ন!

মা বিব্রোত কণ্ঠে ধমক দিয়ে ওঠে, -'আঃ মামণি, বিরক্ত কোরোনা!'

হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটি ললিপপ বের করে শিশুটির হাতে দিয়ে বলল,-'চুপটি করে বসে দেখে থাকো! কথা বোলো না!'

অবুঝ শিশু! মায়ের বকুনিতে ভয়ে শামূকের মতো নিজেকে গুটিয়ে নিলেও মনের সংশয় ওর দূর হলো না! রূপকথার গল্প শোনার মতো এমন অদ্ভুদ দৃষ্টি মেলে শান্তা-ক্লজের দিকে চেয়ে রইল, আমি ওর ঐ দৃষ্টির মাঝেই চকিতে হারিয়ে ফেলি নিজেকে! কাল্পনিক চেতনায় দেখতে লাগলাম,

স্মৃতিবিজড়িত রঙ্গমঞ্চের বিচিত্র অবিরল অবয়বে খ্যাতিমান মুখাভিনেতা লাজবন্তীকে। সে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা! কখনোও ভোলার নয়!

বছর কয়েক আগে সাময়িক অবকাশ যাপনে দেশে গিয়েছিলাম বেড়াতে। তখন চলছিল, বসন্তোৎসবের চৈত্র-সংক্রান্তির মেলা। ট্রেনে -বাসে, শহরের রাজপথে, ফুটপাতে, অলি-গলিতে সর্বত্রই দেখি, বিশাল কালার-পেপারে অয়েল প্যাস্টেলে আঁকা ছবিসহ কমেডিয়ান লাজবন্তীর বিজ্ঞাপনের জয়যাত্রা ।

সেবার মফঃস্বল এলাকার একটি শূন্য বিলের মাঝে অবস্থিত বিশাল বটবৃক্ষের ছত্রছায়ায় বিরাটাকারে ব্যাঙের ছাতার মতো তাবু গেড়ে বসেছিল, পুতুলনাচন, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা এবং কিছু ঐতিহাসিক চিত্রকলার স্লাইট্ শো-এর প্রদর্শণী। সেই সঙ্গে চলছিল, জনপ্রিয় রসালো হাস্য -কৌতূকে ভরপুর বহুরূপী লাজবন্তীর টক্-শো! ডেলি তিনটে করে শো! প্রতিটা শো তিনঘন্টা করে। নাচে-গানে আর একক অভিনয়ের এক আনন্দময় অভিনবত্বের পসরা নিয়েই লাজবন্তীর নিরন্তর পদযাত্রা।

ননষ্টপ টানা তিনঘন্টা আত্মমুগ্ধতায় মেলার মিলনায়তনের উন্মত্ত দর্শক শ্রোতাদের আবিষ্ট করে রেখেছিল, এক অভাবনীয় উপস্থাপণার মাধ্যমে। মঞ্চে লাজবন্তীর বিচরণ ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর এবং আনন্দদায়ক! দারুণ এক অনবদ্য অঙ্গ ভঙ্গিমার মাধুর্য্যে নারীচরিত্রের বাস্তব রূপ ও তার নৃত্যকলা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সমস্ত দর্শক শ্রোতাদের হৃদয়ে যে রেখাপাত করেছিল, তা নিঃসন্দেহ! কথায় কথায় সাবলীলভাবে তার উর্দু বলার বাকচাতুর্য্যে, কখনো নৃত্যগীতের অপূর্ব মূর্ছণায়, কখনো বা ভূতের মতো জমকালো বিচিত্র পোশাকে আর্বিভাব হয়ে পলকেই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া শুধু বিস্মিতই নয়, অত্যন্ত চমকৃতভাবে সমস্ত দর্শকদের দৃষ্টি আর্কষণ করেছিল তার কলা-কাব্যের নিখুঁত পরিবেশনায়।

কিন্তু পর্দার অন্তরালে তাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধ্যে আমাদের কখনো কোনো ভাবান্তর হয়না। ভাববার কথাও নয়! জীবনে চলার পথে শুধুমাত্র ক্ষণিকের সঞ্চিত একখন্ড আনন্দটুকুই রয়ে যায় আমাদের অদৃশ্য এক অনুভূতিতে।

মানুষের জীবন বড়ই বিচিত্র! জীবিকার প্রয়োজনে কি না করে মানুষ! যা কল্পনা করা যায়না। লাজবন্তীও এমনিই একজন, যার জন্ম লগ্নেই বাকশক্তি ছিনিয়ে নিয়েছেন বিধাতা। দৃষ্টিশক্তিও কম, স্পষ্ট দেখতে পায়না চোখে। তবু জীবনের বহু জটিলতা থেকে খানিকটা মুক্ত হয়ে শুধু চেয়েছিল, অধিকতর উন্নতমানের জীবনের চেয়ে, উন্নত চিন্তা-ভাবনার চেয়ে পৃথিবীতে নূন্যতমই বেঁচে থাকতে! নির্ভেজালভাবে বেঁচে থাকতে! কিন্তু ভাগ্যের পরিক্রমায় জীবন ও জীবিকার তাগিদেই প্রতিদিন টক্-শো-এর ন'ঘন্টা তাকে যে কি কঠিন বাস্তবতার সংঘাতে কবলিত হয়ে জীবনের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হতো, তা কে জানতো!

সেদিন একক নাট্যাভিনয়ের একটি দৃশ্যে লাজবন্তীর আবেগপ্রবণ মুখমন্ডলে প্রতিবিম্বের মতো বাস্তবতা এতটাই ফুটে উঠেছিল, অভিভূত দর্শকবৃন্দের করতালির পরমুহূর্ত্যেই অত্যাশ্চর্য্যজনক ভাবেই ঘটে যায় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। যার পূর্বাভাষ কখনো বোধগম্য হয়না। ঠিক যেন মরার উপর খাঁড়া।

নাট্যমঞ্চে আচমকা কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে যেতেই পাথরের মূর্তির মতো থমকে দাঁড়ায় লাজবন্তী। হতভম্ব সমস্ত দর্শকবৃন্দও বিস্ময়ে হাঁ করে থাকে সবাই। কি হলো?
হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন ফিক্ করে হেসে বলে উঠল, -'হেঃ, ডায়লগ্ ভুলে গেছে রে!'
কিন্তু তখন ওর বিপন্ন জীবনের জটিল সমস্যার জট ক্রমশই যে পাকিয়ে যাচ্ছিল, তাই বা কে জানতো! কে জানতো, হতভাগ্য লাজবন্তীর ভাগ্যবিড়ম্বণার কথা! ওর নিয়তির নির্মম পরিহাসের কথা! যার যাযাবরের মতো জীবন, নিজস্ব থাকা খাওয়ার সংস্থানেরই কোনো নিশ্চয়তা নেই! ঘুরে ঘুরে থাকে দেশে-বিদেশে।

ক্ষণিকের বিভ্রান্তিকর পরিবেশে অপ্রস্তুত লাজবন্তী নিরুপায় হয়ে ভয়ে থর্থর্ করে কাঁপতে শুরু। অপরাধীর মতো ওর চোখে বিভীষিকা আর আকুতি! অথচ চমকপ্রদ রমণী অবয়বে পায়ে ঘুঙ্গুরু আর কাঁধে কলস নিয়ে যাকে গ্রাম্য বধূবেশে অত্যন্ত সাবলীল ও স্বাচ্ছন্দ্যভাবে নৃত্য পরিবেশন করতে দেখেছিলাম, সে যে একজন মাঝবয়সী পুরুষ, তা সাধ্যই ছিলনা কারো বোঝার!
ইতিপূর্বে দর্শকের হৈ-হট্টোগোলে লাজবন্তী ষ্টেজ্ ছেড়ে দ্রুত ছুটে যায় গ্রীণরুমে। কৌতূহলে ওর পিছু পিছু আমরা কয়েকজন অনুরাগী দর্শক গিয়ে ঢুকে পড়লাম গ্রীণরুমে! ঢুকেই দেখি, সে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। রীতিমতো বেদনাদায়ক! নেপথ্যে প্রক্সি দিতে দিতেই হঠাৎ হৃদক্রীয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে লাজবন্তীর (ওরফে কালিচরণ) বিকলাঙ্গ স্ত্রী ম্যানকা। কি হৃদয়বিদারক সেই দৃশ্য! মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে আছে ম্যানকা। মুখ দিয়ে গলগল করে ফ্যানা পড়ছে।
আচমকা বিপদগ্রস্থ হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় লাজবন্তী বুদ্ধিভ্রষ্ঠ হয়ে বোকার মতো ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে ম্যানকার মুখের দিকে! জীবনের শেষ সম্বলটুকুও ওর হারিয়ে গেল আমাদের চোখের সামনে। অথচ তখনও কানে বাজছিল, ক্ষণপূর্বের চমকপ্রদ বাদ্যযন্ত্রের শব্দ-তরঙ্গে কোলাহল মুখরিত সেই মধুর সুর ও ছন্দের ঐক্যতান। প্রাচীন লোকসঙ্গীতের অপূর্ব মূর্ছণা। রয়ে গেল চাঞ্চল্যকর সেই তারুণ্যের উচ্ছলতা, সজীবতা আর আনন্দময়তার রেশ।
হঠাৎ হাউ হাউ করে দুইহাতে বুক চাপড়িয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল শোকে কাতর বিহ্বল মুহ্যমান কালিচরণ। যাকে শান্তনা দেবার মতোও কেউ ছিলনা ওর পাশে!
কিন্তু মানুষের জীবন নদীর প্রবাহ সদা চঞ্চল ও বহমান। কখনো এক জায়গায় থেমে থাকেনা। রোদ-ঝড়-তুফান উপেক্ষা করেই অন্তবিহীন পথ পেরিয়ে আমরণ এগিয়ে চলে আপন ঠিকানায়। নতুন দিগন্তের নতুন সূর্য্য ওঠা একটি সুন্দর ভোরের আশায়।

সেদিন স্কারবোরোর টাউন-সেন্টারে বসে শোকে কাতর ও মুমূর্ষ্য কমেডিয়ান লাজবন্তীর বিপন্ন জীবনের কথা স্মরণ করে শুধু ভাবছিলাম, সময়ের নির্মর্মতা কাঁধে চাপিয়ে অবিশ্রান্ত জীবন নদীর স্রোতের টানে সে যে কোণ্ মোহনায় গিয়ে আঁটকে আছে, কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করছে, কে জানে!

১৮ই ডিসেম্বর, ২০০৭

লেখিকা কানাডার টরন্টো প্রবাসী গল্পকার ও সঙ্গীত শিল্পী।
guddi_2003@hotmail.com